ISSN Online : 2518-9530, ISSN Print : 1813-0372

ইসলামী আইন ও বিচার

বর্ষ : ১৬ সংখ্যা : ৬১
জানুয়ারি–মার্চ : ২০২০

مجلة القانون والقضاء الإسلامي
ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা
www.islamiainobichar.com

INDEXED BY

Google Scholar IOI JOURNALS MASTER LIST ROAD

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISLAMI AIN O BICHAR
ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১৬ সংখ্যা : ৬১
জানুয়ারি–মার্চ : ২০২০

প্রকাশনায় : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে **মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম**

প্রকাশকাল : জানুয়ারি–মার্চ : ২০২০

যোগাযোগ : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২
e-mail: islamiainobichar@gmail.com
web: www.ilrcbd.org

সম্পাদনা বিভাগ : ০১৭১৭-২২০৪৯৮
E-mail : editor@islamiainobichar.com

বিপণন বিভাগ : ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২
মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com

প্রচ্ছদ : ল' রিসার্চ সেন্টার

কম্পোজ : ল' রিসার্চ কম্পিউটার্স

দাম : ১০০ টাকা US $ 5

Published by Muhammad Nazrul Islam on behalf of Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 380/B, Mirpur Road (Lalmatia), Dhaka-1209, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka. Price Tk. 100 US $ 5

[জার্নালে প্রকাশিত লেখার সকল তথ্য, তত্ত্ব ও মতামতের দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট লেখক/ গবেষকগণের। কর্তৃপক্ষ বা সম্পাদনার সাথে সংশ্লিষ্ট কেউ প্রকাশিত তথ্য, তত্ত্ব ও মতামতের জন্য দায়ী নন।]

ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

প্রধান সম্পাদক
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
প্রফেসর ড. আহমদ আলী

নির্বাহী সম্পাদক
মোঃ শহীদুল ইসলাম

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন রব্বানী

উপদেষ্টা পরিষদ

শাহ আবদুল হান্নান
সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রফেসর ড. এম. কবির হাসান
নিউ অরলিন্স বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র

প্রফেসর ড. সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম
লেকহেড বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা

প্রফেসর ড. হাবিব আহমেদ
ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আমানুল্লাহ
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়া

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইসমাঈল
আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

ড. আবূ উমার ফারুক আহমদ
কিং আব্দুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব

ড. মুহাম্মদ সাইদুল ইসলাম
নানওয়াং টেকনলোজি বিশ্ববিদ্যালয়, সিঙ্গাপুর

সম্পাদনা পরিষদ

প্রফেসর ড. বেগম আসমা সিদ্দীকা
আইন ও বিচার বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. আ. ক. ম. আবদুল কাদের
আরবী বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. হাফিজ এ. বি. এম. হিজবুল্লাহ
আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়

প্রফেসর ড. মোঃ ইশারাত আলী মোল্লা
আরবি ও ফার্সি বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

ড. মুহাম্মদ মসিহুর রহমান
সহযোগী অধ্যাপক, আরবি বিভাগ
আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী
সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

প্রবন্ধকারের জ্ঞাতব্য

ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা (ISSN-1813-0372/ E-ISSN- 2518-9530) বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিবন্ধিত (রেজি. নং: DA-6100) একটি ত্রৈমাসিক একাডেমিক রিসার্চ জার্নাল। যা ২০০৫ সাল থেকে প্রতি তিন মাস অন্তর নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এ জার্নালে প্রকাশিতব্য প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্যাবলি নিম্নরূপ:

* **প্রবন্ধের বিষয়বস্তু:** এ জার্নালে ইসলামের অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, আইনতত্ত্ব, বিচারব্যবস্থা, ব্যাংক, বীমা, আধুনিক ব্যবসায়-বাণিজ্য, ফিক্‌হশাস্ত্র, ইসলামী আইন, মুসলিম শাসকদের শাসন ও বিচারব্যবস্থা, মুসলিম সমাজ ও বিশ্বের সমসাময়িক সমস্যা ও এর ইসলামী সমাধান এবং তুলনামূলক আইনী ও ফিক্‌হী পর্যালোচনামূলক প্রবন্ধকে গুরুত্ব দেয়া হয়।
* **পাণ্ডুলিপি তৈরি:** পাণ্ডুলিপি অবশ্যই লেখক/লেখকগণের মৌলিক গবেষণা (Original Research) হতে হবে। অন্যের লেখা থেকে গৃহীত উদ্ধৃতির পরিমাণ প্রবন্ধের একচতুর্থাংশের কম হতে হবে। যৌথ রচনা হলে আলাদা পৃষ্ঠায় লেখকগণের কে কোন অংশ রচনা করেছেন বা প্রবন্ধ প্রণয়নে কে কতটুকু অবদান রেখেছেন তার বিবরণ দিতে হবে।
* **প্রবন্ধের ভাষা ও বানান রীতি:** প্রবন্ধটি বাংলা ভাষায় রচিত হতে হবে। তবে প্রয়োজনে ভিন্ন ভাষার উদ্ধৃতি প্রদান করা যাবে। প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানান রীতি অনুসরণ করতে হবে, তবে আরবী শব্দের ক্ষেত্রে ইসলামী ভাবধারা অক্ষুণ্ন রাখা যাবে।
* **প্রবন্ধের কাঠামো:** প্রবন্ধের শুরুতে প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, ব্যবহৃত গবেষণা পদ্ধতি ও গবেষণান্তে প্রাপ্ত ফলাফল সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে ১০০-১৫০ শব্দের মধ্যে একটি সারসংক্ষেপ (Abstract) থাকতে হবে। সারসংক্ষেপের অব্যবহিত পরে সর্বাধিক ৫টি মূলশব্দ (Keywords) উল্লেখ করতে হবে। অতঃপর প্রবন্ধের শিরোনাম, লেখকের নাম ও পদবী, সারসংক্ষেপ এবং মূলশব্দের ইংরেজি অনুবাদ দিতে হবে। প্রবন্ধে ভূমিকা, উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জিও উল্লেখ থাকতে হবে।
* **উদ্ধৃতি উপস্থাপন:** এ পত্রিকায় তথ্যনির্দেশের জন্য Chicago Manual of Style এর Author-Date পদ্ধতি অবলম্বনে ইন-টেক্সট উদ্ধৃতি ও গ্রন্থপঞ্জি থাকতে হবে। ব্যবহৃত তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি ইংরেজি প্রতিবর্ণায়নে উল্লেখ করতে হবে।
* **প্রবন্ধ জমাদান প্রক্রিয়া:** পাণ্ডুলিপি বিজয় কী-বোর্ড এর SutonnyMJ অথবা ইউনিকোড কী-বোর্ড এর Solaimanlipi ফন্টে কম্পিউটার কম্পোজ করে ইসলামী আইন ও বিচার জার্নালের নিজস্ব ওয়েব সাইট www.islamiainobichar.com এ গিয়ে প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে আপলোড করতে হবে। বিকল্প হিসেবে প্রবন্ধের সফট কপি জার্নালের ই-মেইলে (islamiainobichar@gmail.com) পাঠানো যেতে পারে।
* **প্রকাশের জন্য লেখা নির্বাচন:** জমাকৃত প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য কমপক্ষে দু'জন বিশেষজ্ঞ দ্বারা পিয়ার রিভিউ (Double Blind Peer Review) করানো হয়। রিভিউ রিপোর্ট এবং সম্পাদনা পরিষদের মতামতের ভিত্তিতে প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য চূড়ান্ত করা হয়।
* **লেখা প্রকাশ:** প্রকাশের জন্য নির্বাচিত প্রবন্ধ জার্নালের যে কোন সংখ্যায় প্রিন্ট ও অনলাইন উভয় ভার্সনে প্রকাশিত হয়।

প্রবন্ধ রচনার বিস্তারিত নীতিমালা জার্নালের ওয়েব সাইট www.islamiainobichar.com-এ দেখা যাবে।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৬

ফল-ফসলের যাকাত নির্ধারণে উৎপাদন খরচের ভূমিকা ৯
যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক

ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা : বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা এবং বাংলাদেশে সম্ভাব্য প্রয়োগ ২৯
মেজবাহ উদ্দীন আহমেদ

টেকসই উন্নয়নের জন্য সুশাসন : ইসলামী নির্দেশনা ৫১
মোঃ ফেরদাউস ইসলাম

ইসলামে হালাল ব্যবসা-বাণিজ্যের রূপরেখা : একটি পর্যালোচনা ৭৫
মুহাম্মদ মাহ্‌বুবুর রহমান

ইসলামে বিবাহের বিধান এবং বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপট একটি পর্যালোচনা ১০৭
মোস্তফা কামাল
মোহাম্মাদ আবুল কালাম আজাদ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

সম্পাদকীয়

আল-হামদুলিল্লাহ! ইসলামী আইন ও বিচার জার্নাল ১৬ বর্ষে পদার্পণ করল। বিগত ১৫ বছরে জার্নালের ৬০টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। যাতে দেশ ও বিদেশের খ্যাতিমান গবেষকগণের রচিত ৪০৪টি গবেষণা প্রবন্ধ ও ৮টি গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের 'বুক রিভিউ' স্থান পেয়েছে। যুগের চাহিদার প্রেক্ষিতে জার্নালে প্রবন্ধ প্রকাশের নীতিমালা ও গবেষণা পদ্ধতিতে বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তন আনা হয়েছে। আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার প্রয়াসে বিভিন্ন পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে ইতোমধ্যে কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংস্থার ইনডেক্সভুক্তি সম্ভব হয়েছে এবং কয়েকটি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। 'ইসলামী আইন ও বিচার' জার্নাল সর্বদা মৌলিক ও গবেষণা পদ্ধতির আলোকে গুণগত প্রবন্ধ প্রকাশে সচেষ্ট। এরই ধারাবাহিকতায় ৬১তম এ সংখ্যাটিতে ৫টি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে।

'উশর বা ফসলের যাকাত ইসলামী অর্থব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলেও আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে তা অনালোচিত। ফকীহগণের মতে, বৃষ্টি বা ঝরনার পানিতে জমি সিক্ত হলে উৎপন্ন ফসলের ১০% যাকাত দিতে হয়। পক্ষান্তরে সেচের মাধ্যমে চাষাবাদ করা হলে উৎপন্ন ফসলের ৫% যাকাত হিসেবে আদায় করতে হয়। পূর্বসূরি অধিকাংশ ফকীহ ফসলের যাকাত নির্ধারণের ক্ষেত্রে সেচের খরচ ব্যতীত অন্য কোনো ব্যয় বিবেচনায় নেননি। তবে আধুনিক কৃষি-অর্থনীতির বাস্তবতায় বর্তমান যুগের অনেক ফকীহ ফসলের যাকাত নির্ধারণের ক্ষেত্রে উৎপাদন খরচ বিবেচনায় নেয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করছেন। এ বিষয়ে নানামুখী বক্তব্য পর্যালোচনা করে রচিত হয়েছে "ফল-ফসলের যাকাত নির্ধারণে উৎপাদন খরচের ভূমিকা" শীর্ষক প্রবন্ধ। গবেষক তাঁর প্রবন্ধে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও সমন্বয়ী অভিমত উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন।

বর্তমান সময়ে ইসলামের অর্থনৈতিক সৌন্দর্য বিকাশের অন্যতম মাধ্যম ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা আরও সমৃদ্ধ ও নিরাপদ করার স্বার্থে এবং শরীআহ মূলনীতি পরিপালনের উদ্দেশ্যে প্রতিনিয়ত এতে যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন বিষয়। এরই ধারাবাহিকতায় শরীআহ গভর্নেন্স শক্তিশালী করার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় 'বহিঃশরীআহ নিরীক্ষা' পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। যদিও গত তিন-চার দশকে ইসলামী অর্থব্যবস্থা বাংলাদেশে অনেক দূর এগিয়েছে। কিন্তু এদেশে এখন পর্যন্ত বহিঃশরীআহ নিরীক্ষার বিষয়ে কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে শরীআহ গভর্নেন্স ব্যবস্থা শক্তিশালী করার জন্য বৈশ্বিক অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশের ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বহিঃশরীআহ নিরীক্ষার সম্ভাবনা আলোচনা করা হয়েছে "ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা : বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা এবং বাংলাদেশে সম্ভাব্য প্রয়োগ" শীর্ষক প্রবন্ধে। আশা করা যায় প্রবন্ধের সুপারিশের আলোকে একটি স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ দ্বারা ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর শরীআহ প্রতিপালন বিষয়ে নিশ্চয়তা পাওয়া গেলে বিভিন্ন দ্বিধা-দ্বন্দ্বের নিরসন হবে এবং জনমনে আস্থা বৃদ্ধি পাবে।

ইসলামে উন্নয়নের ধারণা অত্যন্ত ব্যাপক। এ জীবনব্যবস্থা সর্বদা টেকসই ও স্থায়ী উন্নয়নের নির্দেশনা দেয়। মানবতার সার্বিক উন্নয়নের জন্য যেসব বিষয় আবশ্যকীয় ইসলাম সেগুলোকে অপরিহার্য বিষয় হিসেবে নির্ধারণ করেছে। সুশাসন তেমনই একটি বিষয়। 'সুশাসন' প্রত্যয়টি হাল আমলের হলেও ধর্মীয় গ্রন্থসমূহে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে বহু আগেই। সুশাসনকে রাজনৈতিক ব্যবহারে 'শাসন ব্যবস্থা' হিসেবে দেখা হয়ে থাকে। অনেক নবী ও রাসূল নুবুওয়্যাতের অংশ হিসেবে শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন এবং এক্ষেত্রে তাঁরা যে আদর্শ, বৈশিষ্ট্য এবং নিয়মাবলির ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন, বর্তমানে আমরা সেগুলোকে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সুশাসন ব্যবস্থা বলতে পারি। বিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে জাতিসংঘসহ বৈশ্বিক দাতা সংস্থাগুলো উন্নয়নশীল দেশে সুশাসনের ওপর গুরুত্বারোপ করে বিভিন্ন কৌশলপত্র বাস্তবায়নে কাজ করছে। "টেকসই উন্নয়নের জন্য সুশাসন : ইসলামী নির্দেশনা" শীর্ষক প্রবন্ধে পশ্চিমা সুশাসন তত্ত্ব আলোচনাপূর্বক তার উপাদান ও বৈশিষ্ট্যসমূহ উপস্থাপন এবং প্রচলিত 'সুশাসন' প্রত্যয়ের ব্যর্থতার কারণ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। পাশাপাশি কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে ইসলামী সুশাসনের বৈশিষ্ট্যসমূহ ও তার প্রয়োগ-পদ্ধতি তুলে ধরার মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সরলীকরণ, সর্বজনীন এবং টেকসইকরণের পন্থা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

মানুষের সার্বিক উন্নয়নের মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য ইসলাম টেকসই ও বাস্তবমুখী অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রণয়ন করেছে বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা। বিশেষত ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইসলামী বিধান বর্তমানে সারা বিশ্বে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের অনুকরণীয় হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। যেহেতু ব্যবসা-বাণিজ্য মানবজীবনের বহুমুখী প্রয়োজনপূরণে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম এবং এর মাধ্যমে একদিকে যেমন ব্যক্তি ও সমাজের চাহিদা পূরণ হয়, অপরদিকে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জিত হয়। সেহেতু ইসলাম ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি আলাদাভাবে গুরুত্বারোপ করেছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের দুটি ধরন হালাল বা বৈধ ও হারাম বা অবৈধ নিয়ে এ ব্যবস্থায় স্পষ্ট নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। বর্তমানে হালাল পণ্যের ব্যবসার ক্ষেত্রে এমন কিছু গর্হিত কাজের সংশ্লিষ্টতা দেখা যায় যার কারণে পুরো লেনদেন হারামে পরিণত হয়। এ অতিব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মহলকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে "ইসলামে হালাল ব্যবসা-বাণিজ্যের রূপরেখা : একটি পর্যালোচনা" শিরোনামে প্রবন্ধটি প্রণীত হয়েছে। যাতে পূর্বসূরি আলিমগণের পাশাপাশি বর্তমান যুগের আলিমগণের রচনা ও ফতোয়া পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য হালাল হওয়ার জন্য যেসব বিষয় অবশ্য পালনীয় এবং বর্জনীয় সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা উপস্থাপন করা হয়েছে।

মানুষের টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে পরিবার ব্যবস্থা অসামান্য ভূমিকা রাখে। কেননা পরিবার হলো পৃথিবীর প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান। পারিবারিক ব্যবস্থার সূত্রপাত হয় বিবাহের মাধ্যমে। বিয়ে ছাড়া কোনো কোনো সমাজ পরিবার গঠন করার অনুমতি দিলেও ইসলাম এ ব্যবস্থাকে সমর্থন করে না। ইসলাম বিয়ে করার পরিপূর্ণ দিকনির্দেশনা বা নীতিমালা প্রদান করেছে। এই নীতিমালা না মানার কারণে পারিবারিক জীবনে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। বাংলাদেশ একটি মুসলিম প্রধান রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও পরিবার গঠনের প্রথম পদক্ষেপ, বিয়ে-শাদীর ক্ষেত্রে ইসলামের নীতিমালা আজকাল অনেক ক্ষেত্রে উপেক্ষা করা হয়। যার বিরূপ প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র। বিঘ্নিত হচ্ছে উন্নয়ন। এ সমস্যাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে "ইসলামে বিবাহের বিধান এবং বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপট : একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধ। যাতে পারিবারিক ব্যবস্থার প্রথম ধাপ বিবাহের ইসলামী নীতিমালা আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং বিয়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থা আলোচনা করা হয়েছে। সাথে সাথে বিবাহের ইসলামী নীতিমালা যথাযথভাবে পালন না করার ফলে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় সে ব্যাপারে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

আশা করি এ সংখ্যায় প্রকাশিত সমসাময়িক ও আলোচিত বিষয়ে রচিত প্রবন্ধগুলো সংশ্লিষ্ট সকলে উপকৃত হবেন। মহান আল্লাহ আমাদের এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন।

- প্রধান সম্পাদক